গল্প গুলো সোনালী দিনের

আয়ান আরবিন

সম্পাদক
এ. এইচ. নেছারী

আয়ান
প্রকাশন
প্রকাশনা শিল্পে আভিজাত্যের ছোঁয়া

Scanned with CamScanner

➤ গল্পগুলো সোনালী দিনের
আয়ান আরবিন

➤ সম্পাদক
এ. এইচ. নেছারী

➤ প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২০

➤ গ্রন্থস্বত্ব
আয়ান টিম

➤ প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন

➤ পরিবেশনায়
মাকতাবাতুন নূর
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
০১৯৭১-৯৬০০৭১

➤ পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

মূল্য : ২৪০ [দুইশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক

E book. com, রাইয়ান সপ, রকমারি, বই পৌছে দেই, হিকমাহ শপ, ওয়াফীলাইফ, খিদমাহশপ, সিগনেচার অফ নুর, উপকূল শপ, নূর বুক শপ, ইফাদাহ শপ, কিতাব ঘর, বইশালা ডট কম, রাহাত বুক শপ, বইকেন্দ্র, বই বাজার, সিয়ান বুক শপ।

Scanned with CamScanner

অর্পণ

ঐ সকল সাহাবীদেরকে,
যারা দ্বীনের জন্য সবকিছু ত্যাগে সদা প্রস্তুত ছিলেন।
আমাদের আজকের ঈমান, জীবনের প্রশান্তি,
পরকালিন নিশ্চয়তা সব যাদের ত্যাগ
ও কুরবানির কাছে ঋণী।

-লেখক

Scanned with CamScanner

লেখকের কথা

ছোট বেলায় যখন আম্মু ঘুমানোর জন্য মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন তখন আম্মুকে বলতাম, আম্মু! তুমি আমাকে গল্প শুনাও না! বায়না ধরতাম। তখন আম্মু আমাকে নবিদের গল্প শুনাতেন। কখনো সাহাবীদের ঈমানী দীপ্ত জীবনী শুনাতেন। আল্লাহর নবি মূসা ﷺ এর ওপর ফেরআউনের ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার, বনী ইসরাঈলের উপর তার নির্যাতনের স্টীমরোলারের কাহিনী বর্ণনা করতেন। তখন আমার অনেক কান্না পেত। চোখে অঝোরে অশ্রু ঝরাত। সর্বশেষ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কাফেরদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। ইসলামের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার!

হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যেখানেই হক সত্যের মশাল নিয়ে আবির্ভাব হয়েছে সেখানেই বাতিল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যের পথে থাকতে হবে দৃঢ় অবিচল।

আম্মু ইসলামের প্রথম শহীদ সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার শাহাদাতের করুন কাহিনী বলতে গিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করা শুরু করে দিলেন। আম্মুর সাথে আমিও কান্না শুরু করে দিলাম। তখন আম্মু আমাকে বললেন বদর, ওহুদ, খন্দক ও মূতার যুদ্ধের উপর ভর করে এবং হাজারো সাহাবার রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি। সুতরাং জীবনের সর্বোচ্চটুকু বিসর্জন দিয়ে হলেও আমাদেরকে ইসলামের

Scanned with CamScanner

আদেশ-নিষেধ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। সাহাবাদের জীবনী পড়ে ঈমানকে পুনর্জাগরণ করতে হবে। তাহলে উভয় জগতে সফলতা আমাদেরকে হাতছানি দিবে। জীবন চলার পথে আম্মুর কান্না জড়িত গল্পগুলো ছিল আমার জন্য পাথেয়। এসকল কথামালা ছিল আমার জন্য প্রেরণা। আর সেই প্রেরণা থেকেই আজকের **"গল্পগুলো সোনালী দিনের"**

আমি আনন্দিত সেই বীরদের নিয়ে গল্পের ছলে ছলে কিছু লিখতে পারায়, যারা ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

প্রিয় পাঠক! এ বইটি হতে পারে, একজন মুসলিম যুবকের জন্য আগামীর পথচলার প্রেরণা। কিভাবে সে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিজেকে আরো রাঙাবে এবং নিজ পরিবারকে ইসলামের ছায়ায় আরো মজবুত করবে সেই নববী সুন্নাহর আলোকে সুন্দর এক জীবন।

এ বইটি লেখার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর আব্দুল আহাদ তাওহীদ। আল্লাহ তার সুপ্ত প্রতিভা গুলোকে ইসলামের জন্য কবুল করুন। আমীন!

আয়ান আরবিন
০১/০৯/২০২০

Scanned with CamScanner

গল্পক্রম

খলিফা উমর ﷺ এর মহানুভবতা। ১১
তওবার অপূর্ব নিদর্শন । ১৪
জাদুকরদের মুকাবিলা। ১৭
ছামুদ জাতির ধ্বংস। ২৬
গুহাতে আশ্রয় গ্রহণকারী তিন ব্যক্তির গল্প। ২৯
খোবাইব ﷺ-এর শাহাদাত বরণ। ৩৩
এক বাদশাহর ঘটনা নিয়ে শিক্ষা। ৩৭
ইউনুস ﷺ এর ঘটনা। ৩৯
ইসলামের ইতিহাসে সামুদ্রিক অভিযানে শহীদ হওয়া প্রথম নারী। ৪৮
আদম ﷺ এর সৃষ্টিতে ফেরেশতাদের আপত্তির কারণ। ৫০
অশ্ব কুরবানীর ঘটনা। ৫২
ইনশাআল্লাহ না বলার ফল। ৫৪
হেকিম আজমল খান। ৫৬
হৃদয়ছোয়া একটি ঘটনা। ৫৭
হযরত হুসাইন ﷺ এর বুদ্ধিমত্তা। ৬০
সৌন্দর্যই মর্যাদার মাপকাঠি নয়। ৬২
সোনাভর্তি কলস। ৬৫
শুকরিয়া। ৬৬
শিক্ষণীয় একটি ঘটনা। ৬৭
শাসক যখন সেবক হন। ৬৯
লোভের পরিণাম। ৭০
মেহমানদারীর অসাধারণ একটি ঘটনা। ৭৩

Scanned with CamScanner

মুসা ﷺ এর লজ্জাশীলতা। ৭৫
মহানবী ও বেহেশতবাসী। ৭৭
মদ্যপ ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়ার গল্প। ৭৯
বাদশাহ ও মন্ত্রীত্রয়। ৮০
বাগদাদ শহরের ইমামের সুন্দরী স্ত্রী এবং মাস্তান যুবক। ৮৩
পিতার দোয়া। ৮৫
ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৮৭
নিজ কর্মের প্রতিফল। ৮৮
নবীজী ﷺ ও রাখাল বালক। ৯০
দুইজন ফেরেশতা। ৯২
ওস্তাদের শিক্ষা। ৯৩
ঐতিহাসিক কাহিনী। ৯৫
একটি মোমবাতির কাহিনী। ৯৮
একজন রাখালের তাকওয়া। ১০০
একজন বুদ্ধিমতি স্ত্রী। ১০২
আল্লাহর উপর ভরসার গুরুত্ব। ১০৪
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করা। ১০৬
এক হুজুর ও বাস কন্টাক্টর। ১০৭
এক বৃদ্ধ দাদা ও তার নাতির গল্প। ১০৮
ঈমানের দৃঢ়তা। ১১০
ঈমানদার যুবক ও আছহাবুল উখদূদের কাহিনী। ১১২
আল্লাহর রহমতের একটি ঘটনা। ১১৮
দাজ্জালের আবির্ভাব। ১২০

Scanned with CamScanner

খলিফা উমর ﷺ এর মহানুভবতা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ﷺ এর শাসনামল। তখন পারস্যের এক প্রদেশের শাসক ছিলো- হরমুজান নামের এক অত্যাচারী রাজা। মুসলমানদের সঙ্গে তার প্রায়ই লড়াই হতো। লড়াইয়ে পরাজিত হলে তিনি বিভিন্ন শর্তে সন্ধি করতেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে যেতেন। পরে আবার সুযোগ পেলেই মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতেন।

তার এমন অনৈতিক নীতির ফলে খলিফা হজরত উমর ﷺ আদেশ দিলেন, হরমুজানকে বন্দী করে তার দরবারে হাজির করতে। ইতোমধ্যে এক যুদ্ধে হরমুজান মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। খলিফার হুকুম মতে তাকে বন্দী অবস্থায় খলিফার দরবারে হাজির করা হয়।

তখন খলিফা হজরত উমর ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। আপনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমাদের বারবার যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। ফলে অসংখ্য মুসলিম সৈন্যকে অযথা প্রাণ দিতে হচ্ছে। তাদের অর্থ-সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। আপনি অনেকের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছেন। নিরীহ অনেক লোকের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার চালিয়েছেন। আপনাকে আর সুযোগ দেওয়া যায় না। আপনার একমাত্র শাস্তি হলো- মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পূর্বে আপনার কোনো কথা থাকলে বলতে পারেন।'

Scanned with CamScanner

হরমুজান ছিলো খুব সূক্ষ্ম ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সুযোগ পেয়ে তিনি এক ফন্দি আঁটেন। তিনি বললেন, মহানুভব খলিফাতুল মুসলিমিন আমার প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে, দয়া করে আমাকে একটু পানি পান করতে দিন।

খলিফার নির্দেশে তাকে পানি পান করতে দেওয়া হলো। সুচতুর হরমুজান পানির পাত্র হাতে নিয়ে তা পান না করে ভীতু-ভীতু ভাব নিয়ে ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি হলো, আপনি পানি পান করছেন না কেন? প্রশ্ন শুনে হরমুজান জবাব দিলো- আমিরুল মুমিনিন, আমার ভয় হচ্ছে যে, পানিটুকু পান করার আগেই আমাকে হত্যা করা হবে।

তার কথার প্রেক্ষিতে হজরত উমর ﷺ বললেন, আপনি নির্ভয়ে পানি পান করুন। হাতের পানি পান করার পূর্বে আপনাকে হত্যা করা হবে না। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিলাম।

হরমুজান আমিরুল মুমিনিনের এ কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে থাকা পানির পাত্রটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, মহামান্য খলিফা আপনি বলেছেন, হাতের পানিটুকু পান করার আগে আমাকে হত্যা করবেন না। আমি পানি ফেলে দিয়েছি, সে পানি আর পান করবো না। ওয়াদা অনুযায়ী আপনিও আমাকে আর হত্যা করতে পারবেন না।

হরমুজানের এ চালাকির প্রেক্ষিতে মুসলিম সৈন্যরা রেগে গিয়ে বলল, আমিরুল মুমিনিন আপনি অনুমতি দিন- আমরা এখনই তার এমন অনৈতিক চালাকির শাস্তি দেই।

কিন্তু খলিফা হজরত উমর ﷺ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, না তা হতে পারে না। মুসলমানের কথার মূল্য অনেক। সুতরাং যে কথা আমি বলে ফেলেছি, যেকোনো মূল্যে আমি তা রক্ষা করবই- ইংশাআল্লাহ।

যেহেতু আমি তাকে বলেছি, তার হাতের পানিটুকু পান করার পূর্বে তাকে আমি হত্যা করবো না, আর সে যখন পানি পান করেনি সুতরাং, বন্দী হরমুজানকে হত্যা করা চলবে না। এ কথা কথা বলে উমর ﷺ হরমুজানকে লক্ষ্য করে বললেন, যান আপনি মুক্ত। আমার কথার খেলাফ আমি করবো না।

Scanned with CamScanner

সুবহানাল্লাহ, কথার কি মূল্য। ওয়াদা পালনের কি অপূর্ব নজির। হরমুজান কল্পনাও করতে পারেনি- তিনি এত সহজে মুক্তি লাভ করবেন। রাসূল ﷺ এর প্রিয় সহচর হজরত উমরের মহানুভবতা দেখে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হলেন। তিনি ভাবলেন, এই যদি হয় ইসলামের আদর্শ; তবে এর থেকে দূরে থাকা হবে আমার জন্যে চরম দুর্ভাগ্যজনক। ইসলামের অতুলনীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে হরমুজান ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এভাবেই যুগে যুগে ইসলামের অতুলনীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ছড়িয়েছে আপন মহিমায়। শক্তির জোরে নয়।

Scanned with CamScanner

তওবার অপূর্ব নিদর্শন

একদা মা'য়িয বিন মালিক ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পবিত্র করুন'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর'। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমাকে পবিত্র করুন'। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থ বার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাকে কোন্ জিনিস হতে পবিত্র করব'? তিনি বললেন, 'যেনা হতে'। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণকে) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি কি পাগল'? লোকেরা বলল, 'না, সে পাগল নয়'। তিনি আবার বললেন, 'লোকটি কি মদ পান করেছে'? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে তার মুখ হতে মদের কোন গন্ধ পেল না।

অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সত্যিই যেনা করেছ'? সে বলল, 'হ্যাঁ'। এরপর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে রজম করা হল। এ ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণের নিকট) এসে বললেন, 'তোমরা মা'য়িয বিন মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ মা'য়িয বিন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, 'সে

Scanned with CamScanner

এমন তওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে'।

এরপর আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পবিত্র করুন'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "তুমি চলে যাও। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর"। তখন মহিলাটি বলল, 'আপনি মা'য়িয বিন মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান ? আমার গর্ভের এই সন্তান যেনার'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি (সত্যই অন্তঃসত্তা)? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'যাও, তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। বর্ণনাকারী বলেন, 'আনছারী এক লোক মহিলাটির সন্তান হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার পর ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল, গামেদী মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। এবার তিনি ﷺ বললেন, 'এ শিশু বাচ্চাটিকে রেখে আমরা মহিলাটিকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে পারি না'। কারণ তাকে দুধ পান করানোর মতো কেউ নেই। এ সময় জনৈক আনছারী দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল আমি তার দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব'। রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে রজম করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর যখন সে আসল, তখন তিনি বললেন, 'আবার চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর'। পরে যখন বাচ্চাটির দুধ খাওয়া বন্ধ হয়, তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে এক খন্ড রুটির টুকরা দিয়ে তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হল। এবার মহিলাটি এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবী এই দেখুন আমি তাকে দুধ ছাড়িয়েছি, এমনকি সে নিজে হাতে খানাও খেতে পারে'।

Scanned with CamScanner

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। পরে মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। তার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হল। এরপর জনগণকে নির্দেশ দিলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল।

খালিদ বিন ওয়ালীদ رضي الله عنه সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় এক খন্ড পাথর নিক্ষেপ করলে রক্ত ছিটে এসে তার মুখমণ্ডলের উপর পড়ল। তখন তিনি মহিলাটিকে গাল-মন্দ করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'থাম হে খালিদ যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই মহিলা এমন তওবা করেছে, যদি রাজস্ব আদায়ে কারচুপিকারী ব্যক্তিও এমন তওবা করত, তাহলে তাকেও ক্ষমা করা হত'। অতঃপর তিনি ঐ মহিলার জানাযার সালাত আদায়ের আদেশ দিলেন এবং নিজে তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তাকে দাফন করা হল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়লে ওমরঠ বললেন, হে আল্লাহর নবী আপনি তার জানাযা পড়লেন? অথচ সে যেনা করেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ মহিলা এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তর জন মদীনাবাসীর মধ্যে বন্টন করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তওবা পাবে, যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে'?।

শিক্ষা :

বান্দার গোনাহ মাফের অন্যতম মাধ্যম হল তওবা। সে এর মাধ্যমে পূত-পবিত্র হয়ে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে পারে।

Scanned with CamScanner